নূতন সংস্করণ
কবিপক্ষ, ১৩৬২

দু টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

অন্তরঙ্গতমেষু

নিঃশঙ্ক, নিঃশব্দপদে একদিন এসেছিলে কাছে
ঈপ্সিত মৃত্যুর মত ; নয়নে যেটুকু বহ্নি আছে,
অধরে যেটুকু ক্ষুধা—সব দিয়ে লইলাম মুছে
লোলুপ লাবণ্য তব ; দিনান্তের দুঃখ গেল ঘুচে,
উদিলো সন্ধ্যার তারা দিগ্বধূর ললাটের টিপ।
কদম্বপ্রসবসম জ্বলে' ওঠে কামনা-প্রদীপ
যুগ্ম দেহে ; শ্মশানে অতসী হাসে, নিকষে কনক ;
মেঘলগ্ন ঘনবল্লী আকুল পুলকে নিষ্পলক।
কঙ্করে অঙ্কুর জাগে, মরুভূতে ফুটিলো মালতী—
তুমি রতি মূর্তিমতী, আর আমি আনন্দ-আরতি।
দেহের ধূপতি হ'তে জ্বলে' ওঠে বাসনার ধুনা
লেলিহরসনা, তবু কালো চোখে কোমল করুণা।

প্রিয়া ও পৃথিবী

শুভ্র ভালে খেলা করে তৃতীয়ার ম্লান শিশু-শশী,
তোমার বরাঙ্গ যেন সন্ধ্যাস্নিগ্ধ, শ্যামল তুলসী।
ভুজের ভুজঙ্গতলে হে নতাঙ্গী, নির্ভয় নির্ভরে
তোমার স্তনাগ্রচূড়া কাঁপিলো নিবিড় থরথরে।
স্ফুরৎপ্রবাল-ওষ্ঠে গূঢ়ফণা চুম্বন উৎসুক,
এক পারে রক্তাশোক, অন্য তটে হিংসুক কিংশুক
শ্লথ হ'লো নীবিবন্ধ, চূর্ণালক, শিথিল কিঙ্কিণী,
কজ্জলে মলিন হ'লো পাণ্ডু গণ্ড, কাটিলো যামিনী
দূরে বুঝি দেখা দিলো দিগ্বালার রজত-বলয়,
বলিলাম কানে কানে : 'মরণের মধুর সময়।'

আজি তুমি পলাতকা, মুক্তপক্ষ পাখি উদাসীন,
ক্লান্ত, দূরনভচারী দিগন্তের সীমান্তে বিলীন।
বিদ্যুৎ ফুরায়ে গেছে, কখন বিদায় নিলো মেঘ,
অবিচল শূন্যতার নভোব্যাপী নিস্তব্ধ উদ্বেগ
আবরিয়া রহিয়াছে হৃদয়ের অনন্ত পরিধি,
চাহি না ঘৃণিত মৃত্যু, তব গুপ্ত, হীন প্রতিনিধি।
নীবিবন্ধ শিথিলিতে কটিতটে যদিও কিঙ্কিণী
বাজে আজো, কজ্জলে মলিন গণ্ড, তবু, কলঙ্কিনি,
চাহি না অতীত মৃত্যু। নভস্তলে অনিবদ্ধনীবি
ঘুম যায় মোর পার্শ্বে বীরভোগ্যা প্রেয়সী পৃথিবী।

তা'রে চাই ; তাহারি সুধার তরে অসাধ্য-সাধনা,
বিস্মিত আকাশ ঘিরি' সস্মিত, সুনীল অভ্যর্থনা,
অজস্র প্রশ্রয়। মৃত্তিকার উদ্বেলিত পয়োধরে
সম্ভোগের সুরাস্রোত ওষ্ঠাধরে উচ্ছ্বসিয়া পড়ে,
শস্য ফলে, নদী বহে, ঊর্ধ্বে জাগে উত্তুঙ্গ পর্বত,
হাস্য করে মৌনমুখে উলঙ্গ, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।
আয়ুর সমুদ্র মোর দুই চক্ষে, মৃত্যু পদলীন,
তোমার বিস্মৃতি দিয়া পৃথিবীরে করেছি রঙিন।
নক্ষত্র-আলোক হ'তে সমুদ্রের তরঙ্গ-অবধি
বহে' চলে একখানি পরিপূর্ণ যৌবনের নদী—
তা'রি তলে করি স্নান, নাহি কূল, নাহি পরিমিতি,
তুমি নাই, আছে মুক্তি,—পৃথ্বীব্যাপী প্রচুর বিস্মৃতি॥

বিরহ

ওগো প্রিয়া,
শ্যামলিয়া,
মরি মরি,
অপরূপ আকাশেরে কি বিস্ময়ে রাখিয়াছ ধরি'
নয়নের অন্তর-মণিতে : নীলের নিতল পারাবার !
বাঁধিয়াছ কি অপূর্ব লীলাছন্দ জ্যোতি-মূর্ছনার
সুকোমল স্নেহে !
মরি মরি, কি আনন্দ রচিয়াছ তনু, শ্যাম, স্নিগ্ধ, দীর্ঘ দেহে
সুগন্ধ-নন্দিত সুষমায় !
পিপাসার অসহ ব্যথায়
দেহের ভঙ্গুর ভাণ্ডে কি অমৃত আনিয়াছ বহি' ;
রহি' রহি'
রক্তিম, চম্পকবর্ণ কি আনন্দ কম্পমান অধর-সীমায় !
যৌবনের লেলিহ শিখায়
দেহের প্রদীপখানি আনন্দেতে প্রজ্জ্বালিয়া,
সৌরভে-সৌরভে,
এলে প্রিয়া,
লীলামত্ত নির্ঝরের ভঙ্গিমা-গৌরবে
শিহরিয়া ধরিত্রীকে,
আনন্দের স্ফুলিঙ্গ স্খলিয়া দিকে-দিকে

মুহুর্মুহু ! আলোক-নির্মাল্য ভাসে পুণ্য তব শুভ্র করতলে,
শ্রাবণের লাবণ্যেরে মৌন অশ্রুজলে
মমতায় বাঁধিয়া রাখিয়া,
বক্ষের ভাণ্ডারে কোন দগ্ধ দুঃখ কিম্বা তৃপ্তি, শান্তি, স্নেহ নিয়া
এলে প্রিয়া,
বৈশাখের প্রভাতের মতো !

আমি শুধু ভাবি বসে'-বসে'
বেদনা-বিধৌত দুঃখ-মলিন প্রদোষে
আকাশের স্তিমিত তন্দ্রায়,—
অন্তহীন যে অক্লান্ত বিরহ-ব্যথায়
আচ্ছন্ন হইল মোর পৃথিবী, আকাশ,
অন্ধকার, রৌদ্র, বৃষ্টি, জীবন-নিশ্বাস,
সমুদ্রের কল্লোল-উচ্ছ্বাস,
নক্ষত্রের জ্যোতি-স্বপ্ন-আনাগোনা-পথ,
এ সৌরজগৎ,
ধ্বংসলীন নামহারা, সদ্যোজাত গ্রহ,—
সে কি প্রিয়া, তোমার বিরহ ?
অহরহ
বিরহের মেঘে এ যে অশ্রুর আষাঢ় ঝরে প্লাবিয়া-প্লাবিয়া,
সে কি শুধু তোমা' তরে, প্রিয়া ?

ব্যথায় ব্যাকুল তীক্ষ্ণ কাঁপে যে পিপাসা এই,
সে কি শুধু চায় তোমারেই ?
তোমারেই করে কি বন্দনা ?
মোর এই নিগূঢ় বেদনা ?

আজ যদি প্রচণ্ড উৎসুকে,
সৃষ্টির উন্মত্ত সুখে,
তোমার বিগাঢ় বক্ষ দ্রাক্ষাসম নিষ্পেষিয়া লই মম বুকে,
কানে-কানে মিলনের কথা কই,
অধরে অধর রাখি' ধরিত্রীর অঙ্কতলে লীন হ'য়ে রই—
তোমার দেহের শুচি রোমাঞ্চের মঞ্জু সমারোহে,
মাধুরী-মদিরা-মোহে
আচ্ছন্ন করিয়া দাও স্পর্শে, গানে, চুম্বনে, ব্যথায়,
সুখঘন ম্লান স্তব্ধতায়,
তবে কি তোমারে পাওয়া হ'য়ে যায় শেষ ?
পূর্ণিমার ইন্দ্রজালে রচিবে আবেশ
অনাদি আকাশ ;
দক্ষিণের নিমন্ত্রণ নিয়ে-নিয়ে দক্ষিণা বাতাস
আসিবে মালতী চাঁপা যূথিকার বনে,
স্বপ্ন হতে জাগাইবে চুম্বনে-চুম্বনে,
বুকের গুণ্ঠন খুলি' কিশোরীরা বিলাবে সৌরভ

দক্ষিণের দিকে-দিকে।

তুমি, প্রিয়া, মোর পানে চেয়ে অনিমিখে
সহসা জড়াবে কণ্ঠে স্নিগ্ধ বাহু-ব্রততী পেলব,
বণ্টন করিবে সুধা বুক হ'তে বুকে,
কভু মত্ততায়, সুখে, ব্রীড়ায়, কৌতুকে!
তখন তোমারে পাওয়া শেষ হ'য়ে যাবে কি গো, প্রিয়া
আবার কভু বা আন্দোলিয়া
ঝরঝর বরিষণ,
বৃষ্টির নূপুর বাঁধি উতলা শ্রাবণ
নামিবে, নাচিবে সুখে দেবদারুবনে,
গগনে-গগনে
বাজিয়া উঠিবে মত্ত যৌবনের গুরুগুরু;
তেমনি মোদের বক্ষ আনন্দে কাঁপিবে দুরুদুরু
বর্ষার সজল সুষমায়;
তপ্ত, ঘন সান্নিধ্যের সুখ-মত্ততায়
আনন্দ-বণ্টন-লুব্ধতায়
কাটিবে রজনী বারে বারে;
তবে, প্রিয়া, সাঙ্গ হ'বে পাওয়া কি তোমারে?

তবু কেন, দেখি চেয়ে অহরহ,
কি প্রকাণ্ড, প্রচণ্ড বিরহ

করে' আছ গ্রাস
আমাদের মাঝেকার অনন্ত আকাশ !
নিদারুণ, নির্মম শূন্যতা
'একান্তে বহিছে তা'র ব্যঞ্জনার ব্যথা
মুহ্যমান,
অপূর্ণ এ ব্যবধান !
এই মোর জীবনের সর্বোত্তম, সর্বনাশী ক্ষুধা
মিটাইতে পারে হেন নাহি কোনো সুধা
দেহে, প্রাণে, ওষ্ঠে প্রিয়া, তব ;
অভিনব
এ বিরহ আকাশের সমান-বয়সী !

ভাবি বসি',
তোমারেই শুধু আমি ভালোবাসি নাই,
তোমারে তো সদাই হারাই।
জীবনের প্রতি রক্তবিন্দু দিয়া যা'রে চাই,
যুগে-যুগে চাহিয়াছি আমি যা'রে,
বাসিয়াছি ভালো যা'রে গ্রহে-গ্রহে, তারায়-তারায়,
আজি এই নবজন্মে নব-বসুধায়
বিরহের তীব্র হাহাকারে
তাহারেই বেসেছি যে ভালো !

বিরহ

অন্তরজ্যোতিতে দীপ্ত যে জ্বালালো
পূরবের দিক্‌প্রান্তে আনন্দের শিখা,
জ্যোৎস্নার চন্দনে স্নিগ্ধ যে আঁকিলো টিকা
আকাশের ভালে,
ফাল্গুনের স্পর্শ-লাগা মঞ্জরিত নব ডালে-ডালে
সদ্যফুল্ল কিশলয় হ'য়ে
যে হাসে শিশুর হাসি,
কল্যাণী নারীর মতো একখানি দিৎসা বয়ে'
যে তটিনী কলকণ্ঠে উঠিছে উচ্ছ্বাসি'
বক্ষে নিয়া দুরন্ত পিপাসা,
সে আজি বেঁধেছে বাসা
হে প্রিয়া, তোমার মাঝে ;
তাই শুনি মুহুর্মুহু তব দেহে ঝঙ্কারিয়া বাজে
অসীমের রুদ্র মহাগান,
ঘুচিতে চাহে না তাই এই ব্যবধান !
মরি মরি,
তোমারে হয় না পাওয়া তাই শেষ করি' !
বিরহের দগ্ধ কান্না কল্লোলিয়া ওঠে অবিরাম,
তোমার দেহের তটে সব প্রেম হয়েছে প্রণাম ॥

নারী

এ মোর একার গর্ব আজি এ নিখিলে,—
তুমি যাহা নও,—তাই, তাই তুমি মোর কাছে ছিলে।
এ মোর একার অহঙ্কার

তুমি ছিলে কায়াহীন, নিশ্চল, নীরন্ধ্র অন্ধকার—
তা'রি মাঝে অমর্তলোকের বিভা
খুঁজিয়া করেছে আবিষ্কার
একমাত্র আমার প্রতিভা।
তুমি ছিলে কলঙ্কিনী অমা,
হেরিলাম তা'রি মাঝে আমি শুধু পূর্ণিমার সম্পূর্ণ সুষমা-
একমাত্র আমি।—এই গর্ব মোর।
যাহা নও,—তা'রি স্বপ্নে রেখেছিনু তোমারে বিভোর।
তুমি কভু জানিতে না কি তোমার দাম,
আমার চোখের জলে তাই দেখালাম।

বিধাতার সৃষ্টি তুমি, হে নিরাভরণা নারী,—বাসনার সোনার প্রতিমা,
কারারুদ্ধা,—চতুর্দিকে বন্ধনের সীমা :
ক্ষণিকা ও ক্ষীণ।
মোর প্রেম-স্বর্গ হ'তে পরম উৎসর্গ-পত্র লভিলে প্রথম যেই দিন,
লভিলে বিস্তীর্ণ মুক্তি,—আপন আয়ত্তাতীত, অপূর্ব মহিমা,
বিরাট সম্মান ;
মোর কণ্ঠ-মাল্য-দানে তোমারে করেছি মূল্যবান।
মোর বুকে বেজেছিলো তব ক্ষুদ্র ব্যর্থতার ব্যথা।
মণ্ডিত করেছি তোমা' উদ্বৃত্ত ঐশ্বর্যে মোর—দিয়েছি অনন্ত সম্পূর্ণতা।

বিধাতার সৃষ্টি তুমি, হে লীলাললিতা, কান্তা, কামাক্ষী কামিনী,
রাশীকৃত চুম্বনের ফেনা—
মোর কাছে চিরজন্ম, চিরমৃত্যু র'বে তুমি ঋণী,
তুমি যাহা,—মোর কাছে তুমি তা ছিলে না।

পুরুষের কাম্য তুমি, জীর্ণ কাব্য তুমি বিধাতার,
সেই কাব্য একদিন মোর হস্তে লভেছিলো নবীন সংস্কার

তুমি স্থূল, সুপ্রত্যক্ষ,—সন্ধান করিছে তোমা' উদগ্র ইন্দ্রিয়,
তুমি প্রয়োজন :

স্পর্শের রোমাঞ্চ-হর্ষে আমি শুধু লভিয়াছি অকূল অমিয়—
মানস-আকাশে তোমা' রাখিয়াছি করি' চিরন্তন
হে অচিরদ্যুতি,
শুনিয়াছি তব মাঝে স্বর্গের কাকুতি।

অনন্ত মৃত্যুর তীরে তব তরে রেখেছিনু স্নেহদীপশিখা,
নিকটে আছিলে যবে, ডেকেছিনু—ওগো সুদূরিকা।

তুমি নারী মানুষের, বিধাতার, শুধু মোর নহ,
তবু তোমা' দিনু ভিক্ষা,—কবির বিরহ—
শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।
এ নিখিলে এ গর্ব তোমার ॥

লীলাবধূ ও আত্মাবধূ

সুন্দর সিন্দূরবিন্দু গৌরভালে মহিমা-উজ্জ্বল,
শুক্লাপাঙ্গে বক্রভঙ্গি, কি আনন্দ পক্কবিম্বাধরে!
অলক অবেণীবদ্ধ, সমীরণ চুম্বনচঞ্চল,—
দু'টি নব-বলয়িতা বাহুলতা ব্যগ্র কা'র তরে!
চটুলোল চারুনেত্র, কি বিচিত্র ভ্রূলতাবিভ্রম!
মঞ্জুল যৌবনকুঞ্জে উগ্রগন্ধ ফুটেছে বকুল;
বিকচ, রুচির গণ্ড স্ফুটোন্মুখ, কবিমনোরম,
মুখ-পূর্ণিমার পার্শ্বে অমাবস্যা কালো এলোচুল!
তুমি রতি লীলাবধূ, ছন্দোময়, কান্ত পদাবলী,
স্ফুটফেনা স্রোতস্বিনী উত্তরঙ্গ, যৌবন-উন্মদ;
গৃহাঙ্গন মুখরিছে নিত্য তব কঙ্কণ-কাকলী,
সান্ত্বনার হেমপাত্র উরসের যুগ্ম কোকনদ!

লীলাবধূ ও আত্মাবধূ

কোথা গৃহ-শকুন্তলা নম্রমুখী, বল্কলবসনা,
আমার প্রেয়সী বুঝি পলাতকা, যৌবনে যোগিনী;
আজিও সে নেত্রে বহে মোর তরে নির্বাক প্রার্থনা,
আজিও প্রতীক্ষমানা মোর তরে সে অভিমানিনী!
পাণ্ডুরচন্দ্রিকাবর্ণা, কৃশতনু, ক্লেশরেখা ভালে—
কোথা মোর আত্মাবধূ, হায় কোথা কণ্ঠমণি মোর!
অমৃতের ভাণ্ড আছে মৃত্তিকার মৃত্যুর আড়ালে,
তা'রি তরে চিরকাল জাগে মম লোচন-চকোর॥

সে দেখে তোমার মাঝে শুভ্র 'আফ্রিদিতি',
সৌম্য শান্ত সুষমায় পূর্ণ-পরিমিতা ;
আমি দেখি শূন্যময় আকাশ-পরিধি—
ধ্যান-আনমিত দৃষ্টি 'প্রজ্ঞাপারমিতা'।

সে দেখে উদ্বেল রূপ, আমি দেখি রেখা—
যে-রেখা সঙ্কেতময়ী দিগন্ত-সীমায় ;
তা'র তুমি উদ্ঘাটিত আমার অদেখা,
মোর তুমি প্রতিভায়, তা'র প্রতিমায়।

তা'র বাণী, মোর তুমি নিরুচ্চার সুর,
দুই জনে মিলায়েছি অপূর্ব কী গান—
শ্যামল পৃথিবী আর বারিদ-বিধুর
কল্পনা-রোমাঞ্চময় গগন মহান।

আমি আর সেই জন—মৃত্যু আর মায়া,
দুই কূলে দুই স্রষ্টা, হে মধ্যবর্তিনী,
তা'র ছবি সীমাঙ্কিতা, মোর তুমি ছায়া,
সে তোমারে চিনিল না, আমি শুধু চিনি ॥

রাত্রি ও প্রভাত

অন্ধকারে শুনিলাম সর্ব অঙ্গে অরণ্য-মর্মর,
লীলায় তরল তনু, পিপাসায় পিচ্ছল, সর্পিল,
সকল প্রচ্ছন্ন রেখা বিস্ফুরিলো শাণিত, প্রখর,
লাবণ্যের জলধারা ভঙ্গিমায় উজ্জ্বল, ঊর্মিল।
প্রদীপ নিবেছে, রক্তে জ্বলিতেছে রোমাঞ্চের দ্যুতি,
নিঃশব্দ-মুখর দেহ পরস্পর প্রতিধ্বনিমান ;
অন্ধকারে তারকার শুনিতেছি মুক্তির কাকুতি,
সকল প্রশ্নের শেষে মিলিয়াছে সম্পূর্ণ সন্ধান।
নিঃশেষ তোমার মূল্য, মনে হ'লো তব লজ্জালুতা
তৃষ্ণারি অব্যক্ত ছটা, তুমি যেন স্নায়ু আর শিরা ;

যৌবনের বন্যতায় বিস্তারিছো লাবণ্যের লূতা,
যজ্ঞের আহিত হবি—বহিতেছো রুধির-মদিরা।

আবিল বন্যার শেষে তমস্বিনী রাত্রি হ'লো ভোর,
নেমেছে নতুন আলো গৃহচূড়ে, জানালায়, খাটে ;
জেগে উঠে দেখিলাম নম্র চোখে, সেবায় বিভোর,
পূজার সে-ফুল ক'টি থরে-থরে সাজাইছ টাটে।
নির্মল দু'খানি হাত শুচিতায় শিশির-উছল,
গায়ে-গায়ে স্খলিতেছে নরম গরদ ; দুই কাঁধে,
ঈষৎ আনত পিঠে, ক্ষীণোন্নত বুকে, অবিরল
সদ্যস্নাত চুলগুলি চূর্ণ হ'য়ে পড়েছে অবাধে।
স্তব্ধ হ'য়ে চাহিলাম ক্ষণকাল বিস্মিতের মতো,
সেই তুমি ? ছায়াচ্ছন্ন, নিরুচ্ছ্বাস তনুর আবেশ :
প্রভাতের পানে চেয়ে মোর রাত্রি নিমেষ-নিহত,
তোমারে চিনি না যেন, তুমি যেন আবার অশেষ ॥

তোমারে ভুলিয়া গেছি

তোমারে ভুলিয়া গেছি,—পরিপূর্ণ, পরিতৃপ্ত আজি মোর মন,
আমার মুহূর্তগুলি উড়ে' চলে লঘুপক্ষ বকের মতন !
তোমারে ভুলিয়া গেছি—নভচারী শ্রান্ত ডানা ধীরে বুজে আসে
কূলের কুলায়ে হায়—কুয়াশার ঘুম ভাঙে চৈত্রের বাতাসে।
শ্মশান ঘুমায়ে আছে, আষাঢ়ের অশ্রুজলে নিবে গেছে চিতা,
শীতার্ত বিশীর্ণ নদী—নাহি আর আবেগের অমিতব্যয়িতা !
হাতে আজ কতো কাজ : ভুলে' গেছি কখন ফুটেছে ছোট জুঁই,
ক্ষুদ্র গৃহনীড় ছেড়ে কখন বিদায় নিলো চটুল চড়ুই !
তোমারে ভুলিয়া গেছি—উদ্বেগ-উদ্বেল তনু লভেছে বিশ্রাম,
প্রতীক্ষার ক্লান্তি হ'তে লভিয়াছি শূন্যতার আরোগ্য-আরাম।
রৌদ্রের দারিদ্র্য মাঝে ভুলে' গেছি নক্ষত্রের মধুক্ষরা চিঠি,
গায়ে-হলুদের দিনে, ভুলে' গেছি, পরেছিলে হলুদ শাড়িটি।

দ্বার রুদ্ধ করি নাকো—জানি আর বাজিবে না ভীরু করাঘাত,
রজনীর সুপ্তিশেষে জানি শুধু দেখা দিবে প্রসন্ন প্রভাত।
তোমারে ভুলিয়া গেছি—জীবনেরে তাই যেন আরো বড়ো লাগে,
অনুর্বরা মৃত্তিকার রুক্ষদেহ ভরে' গেছে আতাম্র বিরাগে! •
তোমারে মানায় কি-বা সিন্দূরেতে, কে বা জানে! হাতে এতো কাজ!
বেদনার অপব্যয়ে গড়িব না, ভয় নাই, বিরহের তাজ!
ছিলাম সঙ্কীর্ণ গৃহে, চলে' গিয়ে, ফেলে গেলে এত বড়ো ফাঁকা,
আমার কানের কাছে মুহুর্মুহু বেজে চলে মুহূর্তের পাখা।
তোমারে ভুলিয়া গেছি,—কে জানিতো এর মাঝে এতো তৃপ্তি আছে,
আমার বক্ষের মাঝে মহাকাশ বাসা বেঁধে যেন বাঁচিয়াছে॥

আমি জেগে কাব্য লিখি, ঘুমে লীন তোমার দেহটি,
রিক্ত করতল,
অধরে অন্তিম চাঁদ, স্রস্ত বেণী, অবসন্ন কটি,
আলুল আঁচল।

প্রাপ্তির পৃথিবী থেকে অতৃপ্ত নভের খুঁজি পার,
নাই, তবু ফিরি ;
মৌনময়ী বাণী কি গো মূর্ত প্রান্তে সলজ্জ শয্যার,
সুর কি শরীরী ?

অগণন দেবতারে পূজি ভাবি, নহি দেহসেবী,
সৃজি স্নিগ্ধ নীড় ;
প্রস্তরের বেদী ছিলে, মোর ধ্যানে হও তুমি দেবী—
মদির মন্দির।

তোমারে উত্তীর্ণ হ'বো সেই ভয়ে হাত রাখি হাতে,
তবুও বিরহী—
তারার তরণী চলে, একা আমি—জানো না কি তা'তে
নিঃসঙ্গ আরোহী।

কামনার দীর্ঘশ্বাসে শ্লথ অবগুণ্ঠ পড়ে খসে'
হে সীমা-লাঞ্ছিতা,
তাই জেগে অর্ধরাতে চুপি-চুপি লিখিতেছি বসে'
কোমল কবিতা।

আমার রোমাঞ্চ দিয়া গড়িতেছি নতুন আকাশ
নব অনুভব :
আমি তুমি কেহ নাই—আদিম অনন্ত অবকাশ
মূর্ছিত, নীরব।

সে মৌন মন্থন করি' আবির্ভূতা কে একটি নারী
নাহি তা'র নাম,
প্রথমা সে প্রিয়া নহে, নহ তুমি জীবনবিহারী ;
তবু চিনিলাম।

লঘুছায়াসঞ্চারিণী, ক্ষণাশ্রিতা—জানি আমি জানি
হাতে তা'র শিখা ;
পথে চলি অন্ধকারে, দূর হ'তে দেয় হাতছানি
নেপথ্য-নায়িকা॥

একটি স্তব্ধতা

যতো কথা বলেছিলে ভুলে' গেছি সব কথা তা'র,
যাহা কিছু বলো নাই শুনি তা'র নিঃশব্দ ঝঙ্কার।
কথার করুণ চাঁদ ঘুমাইতো অধরের কোলে,
ছোট-ছোট কথাগুলি উদ্ভাসিতো কবোষ্ণ কপোলে।
উড়িতো কথার পাখি নয়নের নভে অগণন,
চুলে তব মর্মরিতো এলোমেলো কথার কানন।
নামিতো কথার জ্যোৎস্না, ভরে' যেতে রাশি-রাশি ফুলে,
উচ্ছল বুকের মুখে, অনর্গল ভুরুতে, আঙুলে।
রেখায়-রেখায় কথা, লীলায়িত, আঁকাবাঁকা সাপ :
মেলিতে শরীরময় রোমাঞ্চিত কথার কলাপ।

প্রেমের মরুভূ 'পরে উড়াইতে কথার সিকতা,
সে-সকল ভুলে' গেছি, ভুলে' গেছি সব তা'র কথা

আজ যদি কোনোদিন তব কথা পড়ে মোর মনে,
স্তব্ধতার শব্দ শুনি মৃতপক্ষ পাখির গগনে।
তোমার ছবিটি আজ রেখাহীন, নিশ্চিহ্ন, ধূসর,
জেগেছে কথার জলে স্তব্ধতার শাদা বালুচর।
কী ললিত লতা-ভঙ্গি রেখেছিলে শাড়িতে জড়ায়ে,
লাল, নীল, মনে নাই, কী ব্লাউজ দিয়েছিলে গায়ে ;
চুলগুলি খোঁপা-বাঁধা, না-বা ছিলো কাঁধে অগোছালো,
মুখে এসে পড়েছিলো কা'র ম্লান চুম্বনের আলো ;
ঠোঁটের হাসির 'পরে স্বপ্নসম সুষুপ্ত বেদনা,
বিষের মতন মধু কোনো আশা ছিলো কি ছিলো না
সব তা'র ভুলে' গেছি। আছে শুধু একটি স্তব্ধতা,
তা'র তীব্র শূন্যতায় শুনিতেছি উজ্জ্বল শুভ্রতা॥

তোমারে চিনি না, তাই বুঝি আজ
এতোই দূর :
জানো না কি তুমি সেই পরিচয়
কতো মধুর।
চোখ দু'টি তব ঠাণ্ডা, নীরব,
গা থেকে গড়ায় রূপালি গরব,
নিজের কঠিন দেহের আড়ালে
আছো আপনি :
দেয়ালে কখনো ফুটবে না যেন
প্রতিধ্বনি।

কিন্তু কে জানে মিললে আমার
চোখের কণা,
ঘটে' যেতে পারে তোমার জীবনে
দুর্ঘটনা।
এ উদাস মেঘ চলে' যেতে পারে,
তনুর তুষার গলে' যেতে পারে,
চোখের দু' পাতা স্বপনের ভারে
আসবে নেমে,
এক নিমেষেই পড়ে' যেতে পারো
আমার প্রেমে।

আসবে কখন সোনার সময়
আছে কি ঠিক ?
জাগবে তারকা দেহের আঁধারে
আকস্মিক।
ঝিরঝির করে' গায়ে দেবে হাওয়া,
উঠবে রসিয়ে নয়নের চাওয়া,
ধারালো তনুর রেখায় ঝরবে
লীলা পিছল,
আঙুলের মুখে মুখর হৃদয়
কথা-চপল।

আকাশের নিচে কখন কী হয়
যায় না বলা,
হয়তো শুনবো আমারি দুয়ারে
তোমার গলা।
হয়তো চমকে দেখবো হঠাৎ,
আমার দু' কাঁধে রেখেছো দু' হাত ;
'হ'তেই পারে না'—বলতে কি পারো ?
বলা কি যায় ?
সময় কখন ডাক দিয়ে যাবে
তা'র পাখায় !

সেই যদি তুমি একদিন মোর
আসবে কাছে,
মিছিমিছি তবে দেরি করে' বলো
লাভ কি আছে ?
জানো তো মোদের নেই বেশি ক্ষণ,
আসবেই যদি, এসো না এখন,
বিকেলের আলো ফিকে হ'য়ে আসে,
ঘন, ঘোলাটে,
তুমি না আসলে কী করে' বলো এ
সময় কাটে ?

বলো তো না-হয় আলোর শিখাটি
দেবো কমিয়ে,
নেহাৎ চাও তো, দূরেই না-হয়
বসবে, প্রিয়ে !
না-হয় কিছু-না বললে কথায়,
শুনবো তনুর উদ্বেলতায় ;
শাড়িতে জড়ানো শরীর-লতায়
জ্বলবে বাতি,
থাকুক না-হয় আমাদের ঘিরে
অচেনা রাতি।

পারতো যা হ'তে, কী হয় তা হ'লে ?
হ'লোই বা না,
মুহূর্ত ফের উড়ে' চলে' যাবে
মেলিয়া ডানা।
চুল বাঁধো নাই, কী-বা এসে গেলো,
গায়ে-গায়ে থাক শাড়ি এলোমেলো,
পা দু'টি আজকে নাই-বা রাঙালে
আল্‌তা-রাগে,
আসবেই যদি, এলেই না-হয়
দু' দিন আগে ॥

কোনো ক্ষোভ কোরো নাকো, যাহা আছে তাই শুধু আনো,
জানি যা এনেছ তাহা নিতান্তই ভেজাল, পুরানো,
জীর্ণ আবর্জনা,
ভয় নাই, তবু তাহা ফিরায়ে দিবো না।

যে-কলঙ্ক শুভ্রগণ্ডে এঁকে দিলো প্রেমিকের প্রথম চুম্বন,
আমার চুম্বন-চিহ্নে সে-কলঙ্ক করিবো মোচন।
যদি চাহ, মোর তরে আলিঙ্গন করিয়ো বিস্তার—
আকুলকুন্তলে!
ঢেকে দিবো সব লজ্জা প্রথম দিনের তব প্রেমিকের সে-আত্মহত্যার
এ বাহুর তলে।

বারম্বার তা'রি মন্ত্র জপ করি তব কানে-কানে :
'ভালোবাসি, নিত্য ভালোবাসি'—
তা'রি 'পরে নিই শোধ যে তোমারে বিঁধিয়াছে পরম, নির্মম অপমানে
নিজে রহি' নিরালা, উপাসী !
নিজেরে বঞ্চিত রেখে আঘাত করেছে তোমা' সেই যে নিষ্ঠুর,
তোমার সীমন্তে আমি তা'রি রক্তে এঁকেছি সিঁদুর।

তোমার প্রথম স্পর্শ তা'র কাছে লাগে নাই হিম,
তাই কভু ভাবি নাকো তুমি ক্রূর, কৃপণ, কৃত্রিম।
মুগ্ধ তা'রে করেছিলো তোমার ও-রূপ,
তাই তো করিতে নারি কঠিন বিদ্রূপ ;
সব করি ক্ষমা—
তোমার ভাণ্ডার শূন্য,—জানি সবি—রমা নহ, শুধু মনোরমা।
তবু কিছু মানি নাকো ক্ষতি,
তুমি আছো, আমি আছি, আর আছে দেহ-ভোগবতী,
সুন্দরী অসতী।

আনো আনো যা দিবার, ভয় নাই, কিছু ফেলিবো না,
এ ক'দিন সঙ্গোপনে যাহা কিছু করেছ রচনা,—

চটুল কপটপটু চতুর চাহনি,
বাসনার খনি।
আনিয়ো না শুধু সেই অতীতের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি
আনিয়ো না ভাঙা বাসা,
সেই ক'টি ভীরু আশা,
সেই দু'টি অর্থহীন কথা,
সেই সে মধুর নিষ্ফলতা।

তুমি মোর, আর কারো নহ,—
ভুলিয়ো না এই সত্য ; ভুলে' যেয়ো আদিম বিরহ

যে দিবস অস্তাচলে চলিল নিঃশব্দ পদচারে,
যেতে দাও তারে।
আস্থক নমিতনেত্রা, পাণ্ডু, ম্লান, শিথিলকবরী,
বিধবা শর্বরী!
নিতল নয়নতলে নিব তা'রে বরি'।
প্রদীপ নিবায়ে যদি দেয় দিক মৃত্যুর ফুৎকার,
আছে মোর অন্ধ অন্ধকার।

গান যদি থেমে যায়, ছিঁড়ে যদি যায় বীণা-তার,
ঘোচে যদি যাক ঘুচে' কথার করুণ ব্যাকুলতা ;
মর্মে মোর মর্মরিবে স্থরের স্মৃতির হাহাকার,
মূর্ছিয়া রহিবে বুকে বিস্তীর্ণ স্তব্ধতা,—
স্থন্দর শূন্যতা।

গোলাপ ঝরিয়া যদি যায়, আছে ত' কণ্টক,
বৃষ্টি যদি যায় ঘুচে,—মরিবে না তৃষার্ত চাতক!

প্রিয়া যদি যায় চলে', আছে তো মানসী ;
অমাবস্যা দেখা দিক্, লুপ্ত যদি হয় পূর্ণশশী।
তা'র তরে কেন বৃথা শোক,
নিবিড় তিমির আছে, ডুবে' যাক অহঙ্কারী মধ্যাহ্ন-আলোক।

তারে নিয়ে তবু ভালোবাসা

মৃত্যু যদি নাহি আসে, নাহি তাহে দুর্বল ক্রন্দন,
আছে তো, বিক্ষত, পাংশু, পিপাসার্ত, বিকৃত জীবন,
তা'রে নিয়ে কর্ আয়োজন,
তা'রে ঘিরি' তবু, ওরে, বুনে' চল্ আশা,
তা'রে নিয়ে তবু ভালোবাসা ॥

নভস্তল ছিল নগ্ন, নীল,
তারপর অন্ধ হ'ল মেঘে ;
তেমনি আমার এই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আরণ্য আবেগে
সহজ তোমারে সখি, অকারণে করেছি জটিল।
বড় বেশি বলেছিনু কথা,
সেই স্রোতে ধুয়ে গেছে তোমার সমস্ত সরলতা—
রৌদ্রের মতন যাহা স্পষ্ট আর
অস্ত্রের মতন যাহা নির্ভুল ধারালো।
সূর্যের সম্মুখে বসি জ্বালালাম মৃত্তিকার আলো।
বড় বেশি এঁকেছিনু ছবি,
মরুভূর তপ্ত রক্তে ভাবিলাম মদিরা মাধবী।
তাই কভু ভাবি নাই দীপ্তি পেতে দগ্ধ হও
চেতনার চিতা!
আমার ব্যথার রঙে রাখিনু তোমারে চিত্রার্পিতা।
তারপরে দূরে থেকে অতি-সন্তর্পণে
হেরিতে গেলাম মুখ ম্লান তব নখের দর্পণে।
দেখিলাম, সিক্ত শ্যাম মৃত্তিকার পর
অনুর্বর, নিষ্ঠুর প্রস্তর।
তবু, হায়, চিত্ত নির্বিরোধ,
বলিলাম, অতীব দুর্বোধ।
আমারি মূর্খতা সবি, জানি তা, নচেৎ
তোমারে খুঁজিব বলে' খুঁজিতাম নাহি শুধু তোমার সঙ্কেত।

তার চেয়ে এড়ায়ে সর্পিল গলিঘুঁজি
অন্ধকার রাজপথে তোমারে দিতাম ডাক নির্লজ্জ, নিঃশব্দ, সোজাসুজি,
ভীষণ সংক্ষেপে ;
চোখে না আসিত বাষ্প, কণ্ঠস্বর না উঠিত কেঁপে,
দুই হাতে না আসিত দ্বিধা,
হীনমনা চোরের মতন, নাহি দেখে ফিরিতাম আংশিক সুবিধা,
তীরের মতন দ্রুত,
সম্মুখে অপরাভূত,
বীতনিদ্র বীর,
দুই হাতে দুই প্রাণ দুই মুষ্টি আরক্ত আবীর—
তা হলে ছুরির কাছে লাল রক্ত যেমন তরল,
তেমনি সিদ্ধান্ত হ'ত, কত তুমি সহজ, সরল,
কত তুমি নিতান্ত নিকট,
কত তুমি স্পষ্ট অকপট।

তাহা হ'লে আজিকার মোর এ নিখিল
নাহি হ'ত গ্রন্থিল, জটিল॥

উন্মীলিতনীলচক্ষু আকাশের তলে এই দিন
জন্মেছিনু নিষ্কলঙ্ক—নাম তা'র দোসরা আশ্বিন।
এই দিন তুমি মোর কাছে ছিলে পড়ে আজি মনে,
লজ্জালুলতার মত দু'টি বাহু ভীরু আলিঙ্গনে
এনেছিলো কি আশঙ্কা, চক্ষে ছিলো মৃত্যুর মমতা।
সামীপ্যে ভুলিয়াছিনু সে দিনের সুদূরের ব্যথা।
নম্রকণ্ঠে বলেছিলে,—"আজি এ সুন্দর দিনটিতে
অপরিচয়ের রাজ্যে কি তোমারে পারি আমি দিতে
পরাজিত যা'র কাছে মৃত্যুর দস্যুতা?" "কিছু নহে",
বলেছিনু : "ঊর্ধ্বে মোর নীলাকাশ যেন সদা বহে
রিক্ততার অপর্য্যাপ্ত সম্পূর্ণতা,—বৈরাগী পৃথিবী
পদতলে চিরনৃত্যশীলা, যেন হই দীর্ঘজীবী—
প্রেমপরমান্ন মোর অনন্ত পাথেয় ; কিছু নহে—
তোমার অমরস্পর্শ মর্ম্মমূলে নিত্য যেন রহে ;
মুহূর্তের মত যেন মৃত্যুহীন নব জন্ম লভি।
আঁখিতে আঁকিয়া দাও প্রেমোজ্জ্বল প্রভাতের রবি।"
এত বলি' মদির, গভীর স্পর্শে করিনু প্রণাম,
সেদিন তো কাছে ছিলে,—কত যে বলিতে পারিতাম!

দোসরা আশ্বিন

আজি আর কাছে নও, আসিয়াছে দোসরা আশ্বিন,
ব্যথায় সুনীল চোখ পাণ্ডুর, বিষণ্ণ, বিমলিন!
নিরখিয়া চিনিবে কি আজিকার উদাসী আকাশ?
মনে কি পড়িবে, সখি, সেদিনের শীতল নিশ্বাস
পাণ্ডুর গণ্ডের 'পরে, বিম্বাধরে সুচারু রুচির?
সেদিনের ভুরু দু'টি আজিও কি বিদ্যুৎ-বল্লীর
চঞ্চলতা ডাকি' আনে? আজিও কি তুলসীতলায়
ভীরু দীপশিখাখানি জ্বালি' দিবে সলজ্জ সন্ধ্যায়
আমারে স্মরণ করি'? নেত্রকোণে স্নিগ্ধ অশ্রুকণা
সিক্ত করে' দিবে আজো ভাষাহীন কুশলকামনা?
বাহিরে আকাশতলে দাঁড়াবে কি ওগো লগ্নপাণি,
তারকালোকের তীর্থে পাঠাইবে প্রার্থনার বাণী
করিতে আমার স্পর্শলাভ মর্তের অতীত তীরে?
চিনিবে কি সেই তারা? ভুলিবে কি এই দিনটিরে
যদি বা ভুলিয়া থাকো, চোখে স্নেহ নাহি যদি আর,
কার্পণ্যে কুণ্ঠিত যদি,—তাই মোর হোক উপহার!
তোমার সে-বিস্মৃতিরে রেখে দিব অম্লান, অক্ষত,
তোমারি সীমন্তশোভী গর্বদীপ্ত সিন্দূরের মত॥

আমাদের দুই হাত কর্মক্লান্ত, কিণাঙ্ক-কঠিন,
ঘিরে আছে চারিধারে ম্রিয়মাণ মুহূর্তের ভিড় ;
দিনগুলি একটানা, ধরা-বাঁধা, অভ্যাস-মলিন,
রাত্রি শুধু প্রত্যহের পুঞ্জীভূত বিস্মৃতি-তিমির।
রক্তে গাঢ় মদিরার নাই সেই তীব্রতা নিবিড়,
মৃৎ-মাত্র দেহ আজ, নাই সেই কামনার শিখা,
উর্মিল সমুদ্র নয়, পায়ে-পায়ে খুঁজি মৃত তীর,
ক্ষুধায় ধূসর জিহ্বা, জীবনের সমাপ্তি জীবিকা।

অকস্মাৎ একদিন কোথা থেকে আসে যে সময়,
শ্মশানের কূল হ'তে সদ্যোজাত ফুলের আঘ্রাণ :
আকাশে দেখি না সীমা, তারস্বরে তারারা কী কয়
বুঝি না তাহারো ভাষা, তবু দেহ গীতদীপ্যমান।
সৃষ্টির উড্ডীন পক্ষে আমি আছি,—আমি এক তিল,
একদিন,—তারপরে দিন নাই, দিনের মিছিল ॥

প্রেম

কী করে' দেখাবো প্রেম যদি দেহ রহে নিরুত্তর,
শাণিত শোণিতে যদি নাহি পায় উষ্ণ উন্মাদনা,
ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজালে নহে যদি আচ্ছন্ন প্রহর,
তবু প্রেম? প্রেম নহে কায়াহীন কথার ছলনা।
আমার এ-প্রেম, সখি, কামনা সে নিরবগুণ্ঠনা,
উদ্বেজিত উদধির ফেনিল রুধির : মোর গান
দেহের দুর্দান্ত দাহ, অস্থিময় অস্তিত্ব-চেতনা :
আমার শরীরে সখি, সীমাহীন প্রেমের প্রমাণ।

প্রেম নহে ভাবপদ্ম, প্রেম শুধু আমার শরীর :
আমি তা'র চিত্রবহা, মর্তরূপ, আমি তা'র চিতা ;
আমার শরীরে সখি, মুহুর্মুহু মদির নদীর
তরঙ্গসঙ্ঘাততীক্ষ্ণ বেগোময় উলঙ্গ শুচিতা।
দেহেরে নিরুদ্ধ করি' এ-প্রেমের কোথা পাই ভাষা?
কী করে' বোঝাবো তা'রে? দেহে তা'র প্রকাশ-পিপাসা॥

একেকটি সন্ধ্যা যায়

একেকটি সন্ধ্যা যায়, জীবনের ভাঙা জানালার
একেকটি পাখি বুজে' আসে। স্পন্দমান অন্ধকারে
নাই সেই শব্দময় নিস্তব্ধতা ; আকাশ নিরাভ ;
রাত্রিময় রোমাঞ্চিত প্রতীক্ষার বহ্নিমান ভাষা
নিবে গেছে তারাদের চোখে ; ঘূর্ণ্যমান কালচক্রে
শুনি না সে সজ্ঘর্ষের সানন্দ গুঞ্জন ; নাই সেই
প্রাণ-সিন্ধু-বিস্ফার-বেদনা ; মাত্র প্রাণধারণের
সেই তিক্ত মধুরতা, লবণাক্ত সে শাণিত স্বাদ
গেছে মরে' ; তেজস্বী উড্ডীন পক্ষে স্তব্ধ হ'ল আজ
সেই বর্ণচ্ছটাময় যাত্রার জোয়ার। আজি শুধু
রুক্ষকায়া মরুনদী, দুই পারে বালির বিছানা,
বাঁকা-চোরা ক'টি চাঁদ ভাঙা-ভাঙা জলের উপরে
ম্লানরেখা, স্তিমিত, শীতল ; শুধু ক্ষীণ প্রেতচ্ছায়া
সে প্রথম বেগমত্ততার, ধাবমান উল্লাসের
মৃদুশ্বাস, বিশীর্ণ কঙ্কাল। আজি শুধু স্তূপীভূত
প্রত্যহের কর্মক্লান্তি, রাশীকৃত বিমর্ষ বিশ্রাম
অনর্থক, দিনানুদৈনিক ; নাই সেই বিরহের
সীমাহীন মহাকাশে সৃষ্টির উদাত্ত সমুচ্ছ্বাস ;

আজি শুধু দিগ্ব্যাপিনী শারীর শূন্যতা। একদিন
যে অমর্তলোকের আলোকে, পৃথিবীরে মনে হ'ত
সুচির গোধূলি, যেন স্পর্শাতীত, রহস্যধূসর,
সে আলো গিয়াছে অস্ত ; সে আধ-উন্মীল ভীরু চোখে
পড়িয়াছে নিষ্ঠুর আঘাত, নির্লজ্জ সে জাগরণ—
তাই আজি রূঢ় গদ্য, স্পষ্ট, স্থূল, প্রত্যক্ষ, বাস্তব,
সুকঠিন কুটিল সন্দেহ, জিজ্ঞাসায় সুতীক্ষ্ণ লেখনী
সমাধান-সন্ধান-ব্যাকুল। নাই সেই স্বপ্নাভাস ;
সে বিশাল বিস্ময়ের আদিম চেতনা ; নাই সেই
গভীর, মদির মিথ্যা, অপরূপ—অনির্বচনীয়,
নাই আর ছন্দোময় পরম জীবন ; লেখনীতে
নাই সেই উত্তেজিত কল্পনার মন্থর গাঢ়তা।
কেন এই অপমৃত্যু ? জানো না কি ? জানো না কি তুমি ?
প্রেম নাই। পৃথিবীতে প্রেম নাই। প্রেম গেছে চলে'॥

প্রাণ-জাহ্নবী

জটিল জটার জালে বন্দী করে' রেখো নাকো মোরে, ওগো কবি,
বিস্তৃত করিয়া দাও বিশ্বমাঝে বন্ধহারা এ প্রাণ-জাহ্নবী !
আমারে আকাশ করো, অবারিত নির্নিমেষ নিঃসীম নীলিমা,
তব মুক্ত উচ্ছ্বসিত অন্তরের আনন্দ-প্রতিমা :
নক্ষত্রের শোভাযাত্রা, সূর্যের দুর্ধর্ষ বেগ, গ্রহের নর্তন,
কম্পিত করুক মোর তীব্রজ্যোতি অনাবৃত উদার জীবন।
প্রতি রজনীর দীর্ঘ-নিশ্বসিত ব্যথা,
দগ্ধ দুঃখী দিবসের দীন নিঃসঙ্গতা,
আমার জীবন ভরি' হউক ছন্দিত,
প্রত্যেক পুষ্পিত লতা সৌরভ-বেদনা-রসে মোর অঙ্গে হউক স্ফুরিত,
চুম্বন-স্খলিত !

যে তারা কাঁদিয়া ওঠে শূন্যে অন্ধকারে,
সে কান্না বাজুক মোর দেহ-বীণা-তারে
অপূর্ব ঝঙ্কারে !
যে পাখি যাত্রার সুখে পাখার আনন্দ-ছন্দে ভুলিয়াছে পথ,
ভুলিয়াছে কি বা মনোরথ :
শুধু দুই ডানা মেলি দূর পানে চলিয়াছে ভাসি'
সে পাখি আমার বুকে হয়েছে উদাসী।
গর্ভ-গৃহে ক্ষুদ্রতম জীবাণুর জনম-প্রত্যাশা
মোর প্রাণে বাঁধিয়াছে বাসা।

আমারে ধরণী করো, বিস্তৃত-অঞ্চল শান্ত স্নিগ্ধ শ্যামলতা,
বিরাট সহিষ্ণু স্থির স্পন্দনহীনতা।
প্রতি শ্যামশষ্পশিশু জন্ম পা'ক আমার শরীরে,
প্রতি পুষ্প গন্ধ পা'ক স্নান করি' মোর স্নিগ্ধ অশ্রুর শিশিরে ;
প্রতি বৃষ্টি-বিন্দুপাত প্রতি রোমকূপে মোর আনুক পিপাসা,
দুরন্ত দুরাশা !

যে সন্ন্যাসী তোমা' লাগি হয়েছে বৈরাগী, গাত্রে মাখিয়াছে ধূলি,
সংসারে হয়েছে পথহারা ;

মোর গৃহে দেখি যেন গৈরিক-রঞ্জিত তা'র ছিন্ন ভিক্ষাঝুলি,
জীর্ণ একতারা !
যে ব্যথার স্তোত্র ওঠে বন্দী মানবের প্রাণে জীবনের অমানিশা ভরি',
সে প্রার্থনা নেত্রতলে রাখিয়াছি রাশীকৃত করি' !
স্রোত দাও, চাহি নাকো পিঞ্জর-আবদ্ধ এই প্রাণ-পরিমিতি,
দাও, দাও প্রসারিত সুবিপুল মৃত্যুর বিস্তৃতি ॥

আমরা পুলিনে বসে' শ্রান্ত হই গুনে'-গুনে' ঢেউয়ের কুসুম,
আমাদের ঘুম আসে, সাগরের চোখে নাই ঘুম।
আমরা বেদনা ভুলি দু'টি ফোঁটা আঁখিজলে ধুয়ে,
তৃষ্ণা মিটে যদি পাই দু'টি ক্ষীণ ক্ষণ,
হেসে বুঝি কথা কই, যদি ফের হাতে হাত থুয়ে
কেহ ধীরে রাখে চোখে গভীর নয়ন—
ভুলে যাই আঁখি-কোণে লবণাক্ত জলের পিপাসা,
ভুলে যাই সাগরের ভাষা ;
চুলগুলি যদি ফের মুখে এসে পড়ে,
ভুলে যাই ঝড়ের সাগরে।

দূরে-দূরে বুজে' গেছে মুক্ত সিন্ধু-বিহঙ্গের ডানা,
থেমে গেছে ডাক,
সে-পাখীরো পথ আছে, সে পথেরো রয়েছে সীমানা,
আকাশেরে সে-কথা জানাক !
আকাশেরো চক্ষু আসে মুদে,
মেঘে নামে ঘুম ;
সাগর ঘুমায় নাক'—জেগে-জেগে কথা কয়—বিহ্বল বুদ্‌বুদে,
কান্নার কুসুম।

মোদের প্রতীক্ষা হায় ক্ষণস্থায়ী, নক্ষত্রেরো তাই,
নক্ষত্র নিবিয়া যায়, আমরাও প্রদীপ নিবাই।
রুক্ষ লাগে দিনগুলি, কর্মক্লান্ত ভালে লাগে রোদ,
শরীরে আঘাত ;
রাত আসে—জেগে-জেগে কত কথা কহিবার রাত,
রাত আসে—ঘুম এসে কেড়ে নেয় ঘুমের আমোদ।
তবু জানি, সাগরের ব্যথা যাব ভুলে',
আবার জড়ায় যদি কেহ এসে আঙুল আঙুলে।

এতটুকু আয়ু চাই, ক্ষুধা মিটে মেলে যদি একটি গণ্ডূষ,
আমরা সঙ্কীর্ণ অতি, হীন, কাপুরুষ ;
অন্ধকারে ব্যঙ্গ করি মৃত্যুশ্বাস প্রদীপ-শিখায়,
দুর্ভিক্ষেরো রাখি না সম্মান ;
মরুভূর পারে বসি' বারি মাগি নখের কণায়,
জীবন বীজন করে, মৃত্যু উপাধান।
চতুর্দিকে স্তূপীভূত ক্ষুদ্রতা ও ক্ষয়,
আমাদের হয় না সময়—
বুঝিবার নাহি পাই ভাষা,
সাগরের প্রত্যহের বিপুল প্রত্যাশা।

বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ দীপ্তি আকস্মিকা, চাহি না সে বেগের ঝঙ্কার,
আমাদের ঘিরে আসে পুঞ্জ-পুঞ্জ তিমিরের নিঃশব্দ সঞ্চার।

আমরা

মিলনে বিতৃষ্ণা আসে, পূর্ণিমান্তে আসে কৃষ্ণ তিথি,
বিরহ বিশ্রাম চায়, ব্যথা চায় বিস্তীর্ণ বিস্মৃতি।
শান্তি আসে, তার পরে নির্মম অভ্যাস,
দিনের তরঙ্গগুলি শব্দহীন, লঘু, অনায়াস ;
শান্তি আসে—জরার পসরা,
সাগর তখনো জেগে'—ঘুমাই আমরা।

যদিও ধরায় এসেছি নামি',
ছুটিয়া চলেছি অগ্রগামী—
কী বা হ'বে খুঁজে নভ-কিনার
মেঘলোকে নাই মণি-মিনার ;
গতি-প্রতিযোগে পড়িনি থামি',
পাখার বদলে চাকা :
মূক হ'ল স্থর জ্যোতি-বীণার,
হাতে শুধু মাটি মাখা।

পাথরে-লোহায় গড়ি শহর,
স্নায়ু ভরে' চাই খর শিহর,
না-মানা যুগের মোরা মানুষ,
চোখে জ্বলিতেছে তাজা জলুস—
বেগ-উদ্বেল লোক-লহর,
গতি সে নিরুদ্দেশা :
বেসাতি মোদের কালি-কলুষ,
কিছু-না-পাওয়ার নেশা।

সকলে আমরা শরীরী কল,
এই সে গর্ব মোরা বিফল,—
মানি না কিছুই, খুঁজি না মিল,
ভ্রূকুটি-ভয়াল ভালে কুটিল
প্রথা-প্রাচীরের ভাঙি শিকল,
দাহময় মর দেহ :
গতি-উচ্ছ্বাসে ছুটি ফেনিল,
সুতীব্র সন্দেহ।

আমরা

দুঃখেরে মোরা করি না ক্ষমা, রমণীর মাঝে হেরি না রমা,
পরাজয়ে হেরি পরা-সুষমা, পিপাসা-পাষাণ মন ;
পাপ করি, ভালো লাগে যে পাপ, অণুতম নাই অনুবিলাপ,
প্রেম শুধু ফাঁকি—ফাঁকা প্রলাপ, ক্ষণিকের প্রসাধন।

মোদের আকাশ ধূম-ধূসর, আমাদের জ্বরে মাটি উষর,
ঠেলে ফেলে যাই সুখ-বাসর, প্রিয়া নহে প্রিয়তমা :
ধোঁয়া-ধূলি নিয়ে রজনী-দিন, ছিনিমিনি খেলি আশাবিহীন,
বিপণিতে শুনি কাঁদে বিপিন, নদী হ'লো নর্দমা।

জিজ্ঞাসা মোরা কিছু না করি, যাহা কাছে পাই ধরি আঁকড়ি',
চাকার নিয়ত করি চাকুরি, কেন মরি কী যে খুঁজে !
জানি না যে যাবো কোন্ সে দিকে, তারারা তাকায় নির্নিমিখে,
আকাশ বেজায় মলিন ফিকে চিমনি ও গম্বুজে।

মোদের ঘিরিয়া করেছে ভিড় চুম্বনানত কেশ নিবিড়,
বিস্মৃতিময় ঘন তিমির, মৃত্যুর মহানিশা ;
জানি একদিন ছিঁড়িবে মূল, এই শিহরণে স্রোতে তুমুল
ফেনতরঙ্গে ভাসি অকূল না মানি' তীরের তৃষা॥

উর্ধ্ব আকাশে ঘুরিছে চাকা,
আমরা পৃথিবী-পোকার পাখা,
ঘুরিছে চাকা।
গতি-তরঙ্গে কেহ না মূর্ত,
দ্রুত তরঙ্গ—প্রতি মুহূর্ত,
বিদ্যুৎ-উদ্দাম ;
উপরে মৃত্যু, নিম্নে সময়
উদ্বেল সংগ্রাম।

চক্র ঘোরে—
জ্যোতি-পতঙ্গ সূর্য ওড়ে,
চক্র ঘোরে।
ধাবমান কাল ফেনিলাবর্ত,
পরিণতিহীন কী পরিবর্ত,
পৃথ্বী ভিত্তিহীন ;
তিমির-পতাকা মৃত্যুর পাখা
মর্মর-মসৃণ !

নিখিল নিশা—
মানুষের আশা হারায় দিশা,
নিখিল-নিশা।

আজি বসে' কাঁদে আগামী কল্য,
প্রখর-প্রহর-বেগ-চাপল্য,
বিস্মৃতি-বিস্তার ;
তারায় তারায় বহ্নি উড়ায়
মৃত্যুর ফুৎকার।

নাই কিছুই—
ছায়ায় মিলায় যাহাই ছুঁই,
নাই কিছুই।
কোথায় দুঃখ, নেয় কে দীক্ষা,
প্রতীকার নাই, নাই প্রতীক্ষা ;
শুধুই উন্মাদনা ;
ক্ষণ-সমুদ্র তুলিছে রুদ্র
লেলিহ ফেনিল ফণা।

নাই সময়—
দোলে ভবিষ্য বিশ্বময়,
নাই সময়।
পারাপারে নাই ব্যগ্র বর্তি,
পারাবারে তবু অগ্রবর্তী,
কোথা নাহি সংশয় ;
বিশ্রামহীন কল্লোললীন
অজস্র আশ্রয়।

কে চায় পিছে—
প্রতি নিশ্বাসে চাকা ঘুরিছে,
কে চায় পিছে।
পরিচয় দিবে, কী তব সাক্ষ্য,
দিগন্তে ঝড় হানে কটাক্ষ,
সঙ্কেত-উৎসুক ;
এ তবু দম্ভ, শুধু আরম্ভ,
অনন্ত সম্মুখ।

ঘুরিছে চাকা—
আমরা পৃথিবী-পোকার পাখা,
ঘুরিছে চাকা।
বিমুক্তবেণী বিশাল রাত্রি,
আমরা চলেছি তীর্থযাত্রী,
কোথা নাহি তার তীর।
যখনি দাঁড়াই, নিজেরে হারাই,
অস্থায়ী, অস্থির॥

চামারের ছেলে চামড়া ছোঁবে না,
কসাই ছেড়েছে ছুরি,
মুটে মোটে আর মোট বহিবে না
নামায়ে রেখেছে ঝুড়ি।

অথই-অথির দক্ষিণা-ভরা
আজিকে দক্ষিণায়,
ধূলা ঝেড়ে ফেলে, গাও মেলে দিয়ে
মজুর জুড়াতে চায়।

গাড়োয়ান আর গাড়ি হাঁকাবে না,
শস্য নেবে না হাটে,
অশথের তলে গাঢ় চোখ মেলে
গরুরা জাবর কাটে।

জাহাজ আজিকে বেজান্ হয়েছে,
মাস্তুল চৌচির :
ভিড় লেগে গেছে সাগরের তীরে
খালি-গায়ে খালাসির।

হাল আর হল হয়েছে বিকল ;
কলু আর কালো কুলি
আজি দখিনায় ঘেঁষে গায় গায়
করিতেছে কোলাকুলি ।

ঝাড়ুদার-ঝি'র লজ্জা হয়েছে,
চালাবে না পথে ঝাড়ু ;
একেলা বসিয়া পারুলের ফুলে
বানায় পায়ের খাড়ু ।

হাতের সঙ্গে হাতুড়ি থেমেছে,
ছুতোর করেছে ছুতো ;
হঠাৎ তাঁতির তাঁত ছিঁড়ে গেছে,
ফুরায়ে গিয়েছে সুতো ।

কাৎরানি এতো কেরদানি যা'র
সে-কল হয়েছে কাত ;
আজি দখিনায় মজুর জুড়ায়,
আজিকে সুপ্রভাত !

কেরানিরা সব কলম ছুঁড়েছে,
উপুড় করেছে কালি ;
আকাশ আজিকে চায় তা'র চোখে
জ্যোৎস্না-জোনাকি জ্বালি' ।

ধর্মঘট

ফিরিওয়ালারা আর ফিরিবে না
ঠাঠা-পড়া চড়া রোদে ;
ধাঙড় আজিকে নোঙর নিয়েছে,
মুদি সে নয়ন মোদে।

কেরানির রাণী উনুনের কোণে
ঠেলিবে না আর হাঁড়ি ;
আজ দখিনায় খোঁপা খসে' যায়,
গোছালো থাকে না শাড়ি

বস্তা যাহারা বয় আর যারা
বস্তিতে বাস করে,
খোলা রাস্তায় ভরা দখিনায়
নিশ্বাস আজি ভবে।

দখিনার ফুঁয়ে গিয়েছে উড়িয়া
কবাটের ছেঁড়া চট,
আকাশে বাজিছে ছুটির ঘণ্টা,
আজিকে ধর্মঘট।

আষাঢ় এসেছে অবেলায়

আকাশ করেছে গোসা আজি ভাই,
আষাঢ় এসেছে অবেলায় ;
দোপাটির দীপ জ্বলে বটে মাঠে,
কুটিরের দীপ নিবে যায়।

গরিবের কুঁড়ে ফুঁড়ে জল ঝুরে,
মাটি খুঁড়ে ওঠে কেঁচো চোর ;
জ্বরে পুড়ে দীন এ দিন-মজুর
একদম আজি কম্‌জোর।

ওলো উলু দিয়ে কাজ নেই আজ,
বাজ ধম্‌কায় চারিধার ;
পাঁকে খালি-পায়ে ঢোঁড়ে টো-টো করে'
চাকরির যত উমেদার।

আষাঢ় এসেছে অবেলায়

এঁদো বাদলেরে কে বলে বাউল?
চাউলের দাম গেছে বেড়ে;
বেসাতি বেহাল্—দোকানি বেকার,
ব্যাজার বাজার একটেরে।

বিকালে গোহালে গরু ফেরে নাই,
ছাগল ফেরার সারা রাত;
কলের খারিজ খোঁড়া কুলিগুলি
মাগিছে মাগ্‌গি মুঠো ভাত।

উঠোনের ঠুঁটো বেঁটে বটগাছ
উপুড়, ঝড়ের বাড়ি খেয়ে;
ডাঙা নাহি পায়, ডোঙা ডুবে যায়,
বানে ফুল ভাসে,—মরা মেয়ে

জমির মাশুল হয়নি উশুল,
কারকুন হাঁকে দুনো সুদ;
নিজের আঙুল চোষে আজি শিশু—
মা'র বুকে হায় নাই দুধ!

আষাঢ়ের আঁশু ভাসায়ে দিয়েছে
আউশের ক্ষেত অবেলায়;
শকুন চাখিছে করোটির বাটি,
চিতার চুলা যে নিবে যায়॥

রাজার হুকুমে হাজার মজুর রাস্তা খোঁড়ে

রাজার হুকুমে হাজার মজুর রাস্তা খোঁড়ে,
দুই দিন বাদে মদের বাজার বসিবে মোড়ে।
মুখে ওঠে ফেনা, বুকে ঝরে ঘাম,
ছিনা ছিঁড়ে যায়, পুড়ে যায় চাম ;
ফুলেল্ দখিনা, বও তুমি আর একটু জোরে,
এঁটেল মাটিতে খেটেল মজুর রাস্তা খোঁড়ে।

চৌঘুড়ি চড়ে' এই পথে যাবে তশিলদার,
সওদাগরের ফুলিবে আড়ত, পুঁজির ভার।
পথের কিনারে পেলো ফার্খত,
আবগারি আর ছেঁদো আদালত ;
দাদ-ফরিয়াদে জোত-জমি সব ফক্কিকার।
পাইকার আর বেকার শুধুই টহলদার।

রাজার হুকুমে হাজার মজুর রাস্তা খোঁড়ে

রাজার হুকুমে হাজার মজুর রাস্তা খোঁড়ে,
সিঁধকাঠি ফেলে গাঁইতি ধরেছে উপোসী চোরে
ঢাক-ঢোল পিটে করে বিকিকিনি
ঠাট-ঠমকেতে হাট-বিলাসিনী ;
শিশুর বদলে মদের বোতল বসেছে ক্রোড়ে।
তাই বেল্‌দার গা-গতর ঢেলে রাস্তা খোঁড়ে।

দুয়া মেয়েটারে দুয়ারে কাঁদায়ে,—নাহিক মায়া
দুই পয়সায় ঝুড়ি ধরিয়াছে মজুর-জায়া।
দেনো কথা কয়, ধেনো মদ খায়,
শুধু ফোঁড় গণে, আস্‌কে না পায় ;
তবু আহ্লাদে কী ফুট্‌কড়াই—এত বেহায়া।
নামহীন কাম-শিশুদের তরে নাহিক মায়া।

ডহর-পানির সাগর শুষিয়া শহর পাতে ;
দরদালানের কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ি নখে ও দাঁতে।
লোহা আর লোহু লেহিতেছে মাটি,
বামন-বীরেরা চলিয়াছে হাঁটি',
মড়কের তরে পাথর গুঁড়ায়ে সড়ক গাঁথে,
অরণ্য আজি ভিক্ষা মাগিছে ঊর্ধ্ব হাতে।

রাজার হুকুমে হাজার মজুর রাস্তা খোঁড়ে

ও লোচনকোণা আর হানিয়ো না প্রেয়সী, মোরে,
দেখিছ না কি গো হাজার মজুর রৌদ্রে পোড়ে!
তুমি কি দেখিতে আজো পেলে নাকো,
তটিনীর টুঁটি টিপে আছে সাঁকো?
বনমানুষের বংশধরেরা ললাট খোঁড়ে;
চলো, যেথা লাখো জীবনের জাঁতা ঘুরিছে জোরে॥